বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক (বিপিডাবিস্নউএন) এর রংপুর বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভা ঃ

বাংলাদেশ পুলিশের সকল পর্যায়ের নারী সদস্যদের পেশাগত দড়্গতা বৃদ্ধি, পারস্প৷রিক যোগাযোগ, কর্মড়্গেত্রে নারী বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লড়্গ্য সমূহ বাস্ত্মবায়নের লড়্গ্যে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে গত ২৫/০৫/২০১৫ খ্রি. তারিখ রংপুর বিভাগীয় অঞ্চলের রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে নব্য যোগদানকৃত নারী টিআরসিদের *সাথে* একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়| উক্ত সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব মিলি বিশ্বাস, ডিআইজি (অর্থ) ও সভাপতি, বাংলাদেশ পুলিশ উইমেনস নেটওয়ার্ক, সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শেখ ওমর ফারম্নক, অতিরিক্ত ডিআইজি, কমান্ড্যান্ট, রংপুর ট্রেনিং সেন্টার, রংপুর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাজ্জাদুর রহমান, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট, রংপুর ট্রেনিং সেন্টার, রংপুর, জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, বিশেষ পুলিশ সুপার (প্রটেকশন), স্পে শাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা ও যুগ্ম নির্বাহী সম্প৷দক, বিপিডবিস্নউএন| সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব শামীমা পারভীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ড্রিল, স্পে৷র্টস্, বিনোদন), জনাব জাকির হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (আইন পরিকল্পনা), জনাব সোমা হাপাং, সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোয়ার্টার মাস্টার), ডিএমপি, ঢাকা ও দপ্তর সম্প৷দক, বিপিডবিস্নউএন|পিআরপি উক্ত অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্প৷দনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে|

গত ২৫/০৫/২০১৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন্স নেটওয়ার্কের রংপুর বিভাগীয় অঞ্চলের মতবিনিময় সভা রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এর ড্রিল শেডে দুইটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়| সভায় উক্ত ট্রেনিং সেন্টারে সদ্য যোগদানকৃত ১২১০ জন নারী পুলিশ কনস্টেবলসহ ট্রেনিং সেন্টারে কর্মরত অন্যান্য পদমর্যাদার অফিসারগণ অংশগ্রহণ করেন|

প্রথম পর্বে, সভায় অংশগ্রহনকারী নারী পুলিশ সদস্যদের জন্য বিপিডবিস্নউএন এর লড়্যা, উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট এর মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করেন জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, বিশেষ পুলিশ সুপার (প্রটেকশন), স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ঢাকা ও যুগ্ম নির্বাহী সম্পাদক, বিপিডবিস্নউএন| এর পর বিপিডবিস্নউএন এর থিম সং এর ভিডিও চিত্র উপস্থাপন করা হয়|

দ্বিতীয় পর্বে ছিল রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিংরত নারী পুলিশ সদস্যদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা। এ পর্যায়ে নতুন যোগদানকৃত কনস্টেবলদের নিকট থেকে তাদের এই চাকরিতে যোগদানের উদ্দেশ্য এবং ট্রেনিং সম্পর্কে তাদের অভিমত সম্পর্কে সংক্ষেপে উপস্থাপন করার জন্য আহবান জানানো হয়। দুই ধাপে অনুষ্ঠিত এই সভায় ১২ জন নারী প্রশিক্ষনার্থী তাদের স্বল্প সময়ের ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতা সভায় উপস্থিত সকলের সামনে তুলে ধরেন।

প্রত্যেকেই তাদের চাকরিতে যোগদানের পর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, শুরুতে পরিবার-পরিজন ছেড়ে এত দূরে ট্রেনিং করতে এসে প্রত্যেকেরই খারাপ লাগছিল। কিন্তু পরবর্তীতে প্রশিক্ষনের নিয়ম-কানুন, আইন বিষয়ক ক্লাশে অংশগ্রহন, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহন করে পূর্বের খারাপ লাগার অনুভূতি আর নেই। এছাড়া রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট মহোদয় ও অন্যান্য অফিসারদের আন্তরিকতা ও দিকনির্দেশনা তাদের প্রশিক্ষনে আরো মনোযোগী হওয়ার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছে। তারা উক্ত প্রশিক্ষন

অত্যান্ত নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করে দেশের মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন|

তৃতীয় পর্বে, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রশিক্ষানার্থীদের উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন| প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বিপিডবিল্পউএন এর গড়ে ওঠার পেছনের ইতিহাস সম্পর্কে এবং নারী পুলিশের যাত্রা কিভাবে কোন প্রেক্ষাপটে এর সূত্রপাত হয় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষানার্থীদের সুস্পষ্ট ধারনা প্রদান করেন| সভায় আগত নারী পুলিশ সদস্যদের আরো অধিক দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করে জনগণের সেবা প্রদানে নিয়োজিত হবার জন্য আহবান জানান| তিনি শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশের অবদান, বাংলাদেশ পুলিশে নারী পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া, নারী পুলিশের ক্ষমতায়ন, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়ে উলে্লখ করেন| বাংলাদেশ পুলিশে নারী পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এবং এর সাথে সাথে প্রতিযোগীতা বেড়ে যাবে| এই প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে হলে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন|

নারী হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে রাষ্ট্রের ও জাতির স্বার্থে কাজ করার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন| প্রশিড়্গান চলাকালে নিয়ম-শৃংখলা, আইন বিষয়ে স্বচ্ছ ধারনা গ্রহন করে আগামীতে কর্মড়্গেত্রে যেকোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য তৈরী হওয়ার জন্য মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে প্রশিড়্গান গ্রহন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন| দড়্গতা অর্জনের পাশাপাশি নিজেদেরকে আর্থিকভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলার কথা বলেন| পরিশেষে, কমান্ড্যান্ট মহোদয় সহ সংশিস্নষ্ট সকলকে এই মতবিনিময় সভা আয়োজনে সহযোগীতা করার জন্য আন্ত্মরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন

মতবিনিময় সভার সভাপতি কমান্ড্যান্ট, রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার, রংপুর তার বক্তব্যের শুরম্নতেই সভাপতি, বিপিডবিস্নউএন মহোদয়কে বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত নারী পুলিশ সদস্যদের আইকন বলে রংপুর পিটিসিতে তার সদয় উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন| বাংলাদেশ পুলিশ উইমেনস নেটওয়ার্কের কার্যক্রম সম্পর্কে সদ্য যোগদানকৃত নারী কনস্টেবলদের সুস্পস্ট ধারনা দেবার জন্য তিনি বিপিডবিস্নউএন এর সভাপতি মহোদয়সহ অন্যান্য সদস্যদের অভিবাদন জানান| উপস্থিত নারী প্রশিড়্গানার্থীদের বিপিডবিস্নউএন এর মত একটি নেটওয়ার্কের সদস্যপদ অর্জন করার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান|

কমান্ড্যান্ট, পিটিসি, রংপুর তার বক্তব্যে এসকল নারী পুলিশ সদস্যদের ট্রেনিং আরো ফলপ্রসুভাবে সম্প ন্ন করার লড়্যে ট্রেনিং সেন্টার এর সংস্কারের বিষয়ে প্রধান অতিথির দৃষ্টি আকর্ষন করেন| তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করেন:

প্রথমত, মহিলা ব্যারাকের চারদিকে কোন সীমানা প্রাচীর নেই| ব্যারাকের কমপাউন্ড ব্যবহারের জন্য সীমানা প্রাচীর তৈরীর অনুরোধ জানান| এছাড়া মহিলা ব্যারাকের ডাইনিং মূল ভবন থেকে বাহিরে নিয়ে আসার বিষয়েও সহযোগিতা চান| দ্বিতীয়ত, এই ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিড়্গনরত ১২১০ জন প্রশিড়্গনার্থীর জন্য একটি অডিটোরিয়াম প্রয়োজন| তাদের একত্রে কোন ক্লাশ, সেশন ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই| একত্রে ১৫০০ প্রশিড়্গনার্থীদের উপযোগী একটি অডিটোরিয়াম স্থাপন করা প্রয়োজন|তৃতীয়ত, প্রশিড়্গনার্থীদের সংখ্যার তুলনায় ক্লাশরম্নম পর্যাপ্ত পরিমানে না থাকায় ক্লাশ সমূহ এখনো ব্যারাকের নিচে কিছু রম্নমে নেওয়া হচ্ছে| প্রশিড়্গনার্থীদের সুষ্ঠ প্রশিড়্গনের স্বার্থে একাডেমিক ভবন তৈরীর প্রস্থাব করেন | চতুর্থত, বর্তমানে ট্রেনিং সেন্টারের ফায়ারিং রেঞ্জটি মূল রাস্থার পার্শ্বে হওয়ায় একটি আন্ডারগ্রাউন্ড ফায়ারিং রেঞ্জ করার বিষয়ে প্রস্থাব করেন| বাংলাদেশ পুলিশ উইমেনস নেটওয়ার্কের এ ধরনের পদড়্গেপ পুলিশে নারীদের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে | প্রচন্ড কর্মব্যস্থতার মাঝেও এখানে এসে বিপিডবিস্নউএন এর

সম্পর্কে জানানোর জন্য প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জানান | অদূর ভবিষ্যতে প্রধান অতিথি মহোদয়ের দিকনির্দেশনায় রংপুর পিটিসির উন্নয়ন ধাবিত হবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন| পরিশেষে সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে বিপিডবিস্নউএন এর গৃহীত পদড়্গেপকে স্বাগত জানান এবং উপস্থিত অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের প্রতি দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদানপূর্বক বিপিডবিস্নউএন এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করেন|

<u>**মতবিনিময় সভা হতে অর্জিত উলেস্নখযোগ্য দিকসমূহ ঃ**</u>

১. বিপিডবিস্নউএন কর্তৃক চালুকৃত হেল্প লাইন এর কার্যকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে ব্রিফিং এবং বিপিডবিস্নউএন তথ্য সম্বলিত ব্রশিওর সকল অংশগ্রহণকারীর নিকট বিতরণ করা হয়|

২. নারী সদস্যদের টঘ মিশনের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত করণ ও উৎসাহ প্রদান ও নিজেদের যোগ্য করে তোলার জন্য গাইড লাইন প্রদান ও স্ব-স্ব কর্মড়্গেত্রে অধিক দড়্গতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান|

৩. অধিক পেশাদারিত্ব ও দড়্গতা উন্নয়নে নারী পুলিশের জন্য বিশেষায়িত প্রশিড়্গণ ও প্রণোদনা মূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণের জন্য সংশিস্নষ্ট প্রধানদের অবগতকরন|

৪. নারী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক কর্মড়্গেত্রে অর্জিত সাফল্য সমূহ, জাতিসংঘ শান্তি মিশনের সাফল্য সহ ওঅডচ সম্পর্কে অবগত করণ ও ভবিষ্যতে নেতৃত্বে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয় অবগত করা হয়| তাদের সঙ্গে নেতৃত্বের সম্ভাবনার ড়্গেত্র সমূহ নিয়েও আলোচনা করা হয়| রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টাওে রংপুর অঞ্চলের এই মতবিনিময় সভায় নতুন প্রশিড়্গনার্থীদের স্বত:স্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের অভিজ্ঞতায় প্রতীয়মান হয় যে, এই নেটওয়ার্কিং এর উদ্যোগে অধিক মিথস্ক্রিয়া ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত নারী পুলিশদের কর্মদড়্গতা বৃদ্ধি, সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে যথাযথ পদড়্গেপ গ্রহণ করে কর্মপরিবেশকে অধিক অনুকূলে আনয়ন

করা যেতে পারে| বিপিডবিস্নউএন এর কার্যক্রমকে আরো বহুমূখী এবং কার্যকরী করতে নারী পুলিশের পাশাপাশি সংশিস্নষ্ট ইউনিট প্রধান, বিপিডবিস্নউএন এর উপদেষ্টা পরিষদ সহ সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত্ম প্রয়োজন|